R. N. No. 2532/57

Phone No. 66-228, STD 03483

Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান

কার্ডস্ কেয়ার

রঘুনাথগঞ্জ

ফোন : ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২১শে কার্তিক বুধবার, ১৪০২ সাল।
৮ই নভেম্বর, ১৯৯৫ সাল।

নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির পথসভায় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি হুমকী

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ৭ নভেম্বর বিকালে জঙ্গিপুর হাসপাতাল গেটের সামনে এক পথসভায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির বিভিন্ন বক্তা হাসপাতালের দুর্নীতি-পরায়ণ কর্মী ও ডাক্তারদের প্রকাশ্যে হুমকী দিলেন। সিপিএম ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলের এক বা একাধিক প্রতিনিধি ও কমিটির বিভিন্ন সদস্যরা এই আন্দোলনকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সভার শুরুতে কমিটির পক্ষ থেকে হাসপাতালের বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার জন্য একটি ডেপুটেশন এস ডি এম ওর কাছে দেওয়া হয়। কমিশনার গৌতম রুদ্র, অনুরাধা ব্যানার্জী, বিজেপির সাধন সাধু ও পঞ্চায়েত সদস্যা আশালতা সিংহ, আরএসপির প্রদীপ নন্দী, এ্যাডভোকেট মৃণাল ব্যানার্জী, কমিটির আহ্বায়ক চিত্ত মুখার্জীসহ বিভিন্ন বক্তা আক্রমণাত্মক বক্তব্য পেশ করেন। হাসপাতালে দুর্নীতি এখন যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তাতে যে কোন ছোট—বড় ইস্যু নিয়ে যে কোনদিন ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সাধন সাধু শহর-বাসীদের আহ্বান জানান। কমিশনার গৌতম রুদ্র অভিযোগ করেন হাসপাতালে ডাক্তারদের যতই অবহেলা থাক, রাজনৈতিক নেতাদের অসুস্থতার খবরে ডাক্তাররা বিচলিত বোধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিশেষ চিকিৎসারও ব্যবস্থা হয়ে যায়। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধে লাগাতার আন্দোলন

ফরাক্কা : স্থানীয় 'গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটি' গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন এবং ফিডার ক্যানেলের পশ্চিমপারের জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থার দাবীতে গত ২৬ অক্টোবর এখানে জি এম অফিসের সামনে বেলা ১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত অবরোধের ডাক দেন। প্রায় দু'হাজার মানুষ এই কর্মসূচীতে যোগ দেন। ফরাক্কা ব্যারেজের নিম্ন-প্রবাহে গঙ্গার পূর্ব পারের ব্যাপক ভাঙ্গনে এই ব্লকের রঘুনাথপুর, নয়নসুখ, কারকাপাড়া, অর্জ্জুনপুর ও মহেশপুর এলাকার ২১৩টি বাসগৃহ এ বছর গঙ্গায় চলে গেছে। পুনরায় ঐ সমস্ত এলাকায় গঙ্গার ভাঙ্গন শুরু হওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ত্রাস ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই সমস্যা সমাধানে একমত হয়েছেন। তবে রাজনৈতিক নেতাদের এই সংঘবদ্ধ আন্দোলন সামনের নির্বাচনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বলে অনেকের অভিমত। উল্লেখ্য গত ২৯ সেপ্টেম্বরও এই একই ইস্যুতে গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটি বেলা ১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত জি এম অফিস অবরোধ করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা অভিযোগ করেন—ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের ভুল পরিকল্পনার ফলেই আজ এ পারে এই ভূমিক্ষয়। তবু কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। ব্যারেজের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারি কমিটির (টি এ সি) বিরুদ্ধে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই কমিটির নির্দেশে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ বেনিয়াগ্রাম থেকে ৬৯০০ মিটার কাজ অনুমোদন করলেও টি এ সির সুপারিশে মাত্র ৫০০০ মিটার কাজ হয়। ক্ষয়প্রবন বাকি ১৯০০ মিটারের মধ্যেই এবারের ভাঙ্গন ব্যাপক হয়েছে। বিক্ষোভ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেসরকারী ও বিদেশী সংস্থার মাধ্যমে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হবে

ফরাক্কা : প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়িত হবে বেসরকারী সংস্থা মারফৎ বলে সরকার স্থির করেন। সেই অনুযায়ী বিশ্ব টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। পরবর্তীতে টেণ্ডার পেপার বা দরপত্র বিক্রয় শুরু হয়েছে। জানা যায় জাপান ও জার্মানীর কয়েকটি সংস্থা এই প্রকল্পের ভার নিতে আগ্রহী হয়েছেন। চুক্তি হয়ে গেলেই আগামী বছর থেকে কাজ শুরু হবে বলে খবর। অপরদিকে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে

রঘুনাথগঞ্জ : ৩৪নং জাতীয় সড়কের বহরমপুর থেকে ফরাক্কা অবধি রাস্তার বন্যার পর বেহাল অবস্থা। বহু জায়গায় পীচ উঠে গিয়ে গ্রামের কাঁচা রাস্তার রূপ ধারণ করেছে। বিশেষতঃ উমরপুর থেকে সাজুর মোড় এবং মোড়গ্রাম থেকে রতনপুর পর্যন্ত জাতীয় সড়ককে চেনা মুস্কিল। আহিরণের কাছে রাস্তার দু'ধারে চাপস্ পড়ে থাকলেও কাজের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে প্রশাসন বা পি ডাব্লুডি (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

কালভার্ট ভাঙ্গা থাকায় দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের সুজাপুর থেকে জেঠিয়া যাবার একমাত্র রাস্তার স্কুলের পাশের কালভার্টটি বহুদিন ধরে ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। সংস্কার করার কোন পঞ্চায়েতী তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। গত ২২ অক্টোবর জেঠিয়া থেকে দুটি ঘোড়ার-গাড়ী রঘুনাথগঞ্জ আসার পথে ঐ কালভার্টের গর্তে পড়ে যায়। সেই সময় রঘুনাথপুর গ্রামের প্রভাত সরকার ঐ পথে যাবার সময় ঘোড়াগাড়ীর আঘাত (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।

সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৪০২ সাল

।। দুইটি দিক ।।

রঘুনাথগঞ্জের ফুলতলা হইতে যে রাস্তা মিয়াপুর হইয়া ৩৪নং জাতীয় সড়কের সহিত যুক্ত হইয়াছে, বর্তমানে তাহা স্থানে স্থানে এমন ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে যে, যানবাহন চলাচল যথেষ্ট বিঘ্নিত হইতেছে। বিশেষ করিয়া মিয়াপুর কালীমন্দিরের নিকটে পূর্বদিকে রাস্তার অবস্থা বর্ণনার বাহিরে। সেখানে দেখা যাইবে যে 'রাস্তা-মেরামতি-চটা' (কয়েক ফোঁটা পিচ মাখান পাথরের বড় টুকরার তৈয়ারী আস্তরণ) উঠিয়া গিয়া 'দগদগে ঘা' সদৃশ হইয়াছে এবং যানবাহন-চলাচলকে বিপর্যস্ত করিতেছে। সেখানে রিক্সা, সাইকেল, স্কুটার প্রভৃতি বিপন্ন। স্কুটার লাফাইয়া উঠে, দুর্ঘটনা ঘটে না, এমন নহে। রঘুনাথগঞ্জ শহরের পুর এলাকাধীন রাস্তাতেও খানা-খন্দের ছড়াছড়ি। রাস্তার সংস্কারে যেরকম মালমশলা দেওয়া হয়, তাহাতে অত্যল্পকালের মধ্যে রাস্তার বেহাল অবস্থা হইবে, তাহাতে সন্দেহ কী? কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী যদি ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ ঠিকমত যাচাই করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে অবস্থা এত শীঘ্র খারাপ হয় না। আবার ঠিকাদারের কাজ যদি ঠিক থাকে (অবশ্যই থাকে), তবে এমন অবস্থা হয় কেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য।

সুদীর্ঘকাল পূর্বে জঙ্গিপুর পুরসভার পক্ষ হইতে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য যে কাজ শুরু হইয়াছিল, তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ পুরসভাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানাইয়া পারেন নাই। উভয় শহরে বিশাল জলাধার নির্মিত হইতে লাগিল। সকলেই আশান্বিত হইলেন যে, রাস্তায় ট্যাপ্‌কল হইতে পানীয় জল মিলিবে; ঘরে ঘরে টাইম কলের জল আসিবে। রাস্তার পার্শ্ব খনন করিয়া মোটা পাইপও বসিল। দীর্ঘদিন হইল এই সব কাজ হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি 'ফটিক জল' অবস্থা চলিতেছে। জল মিলে নাই। এখন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর শহরে নাকি ভাগীরথী নদী হইতে জল লইয়া জলাধারে রাখা হইবে এবং সেখান হইতে জল সরবরাহ করা হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। রঘুনাথগঞ্জ শহরে যেখানে জলাধার নির্মিত হইয়াছে, সেখানে পাম্প বসাইয়া জল তুলিবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু নাকি সেখানে ভূগর্ভে চল্লিশ ফুট বালুকাস্তর না থাকায় পাম্প বসান যাইবে না এবং জলাধার এই পরিস্থিতিতে হয়ত শূন্যই রহিবে। নির্মাণকার্যে হাত দিবার পূর্বে বালুকাস্তরের ব্যাপারটি ঠিকমত পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। কী হইয়াছে বা কী করা হইবে, তাহা সাধারণ মানুষ জানেন না। এই টুকুই শুনা যাইতেছে যে, এখানে জল সরবরাহ করা হয়ত সম্ভব নয়। তাহা হইলে বেকার বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া এমন কাজ করা হইল কেন? ভাগীরথী নদীর কাছাকাছি কোনও স্থানে এই জলাধার নির্মাণ করিলে সমীচীন কাজ হইত। জঙ্গিপুর শহরের মত ভাগীরথীর জল লইয়া এই জলাধারে তোলা কী সম্ভব নয় এবং সেইমত শহরে জল সরবরাহ করা কি সম্ভব নয়? পুরসভার পক্ষ হইতে সঠিক তথ্য জনসাধারণ জানিতে পারিলে ভাল হয়।

বাংলা সাহিত্যে গ্রামজীবন হারিয়ে যাচ্ছে

কল্যাণকুমার পাল

পণ্ডিতেরা বলেন আনুমানিক দশম খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু। তারপর তা বহতা নদীর মতো আপন বেগে বয়ে গেছে। কখনো বা গতিপথ পরিবর্তন করে নূতন পথে বাঁক নিয়েছে। অনেক ভাঙ্গা-গড়ার পর ধীরে ধীরে মানুষই হয়ে উঠেছে সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। এমন কি একটা সময় গেছে যখন বাংলা সাহিত্যে ছিল মাটির গন্ধ, ঘাসের ঘ্রাণ, গ্রামজীবনের সারল্য আর পাখির মধুর কলতান। ছোটো ছোটো গ্রামগুলিই ছিল আমাদের সাহিত্যের পটভূমি। প্রাচীন "চর্যাপদে" ও বাংলার গ্রামীণ লোকজীবনের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে এবং সাহিত্য তার প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

বাস্তবিকই শিশু যেমন মাতৃদুগ্ধ পান করে পুষ্টিলাভ করে তেমনি বাংলা সাহিত্যও গ্রামের স্তন্যসুধা পান করে পুষ্টিলাভ করেছিল —পেয়েছিল অফুরন্ত প্রাণোচ্ছল শক্তি। একের পর এক সৃষ্টি হয়েছিল কালজয়ী চরিত্র। কত কবি যে গ্রামের রূপ সৌন্দর্য পান করে কত কবিতা, কত গান লিখেছিলেন তার ঠিক নেই। কোন কবি গ্রামকে "পল্লীমা" আবার কেউ তাকে "পল্লীরাণী" বলে অমর করে রেখেছেন। কবি জসিমদ্দিন তো গ্রামের কবিতার জন্য "পল্লী কবি" বলেই বিখ্যাত হয়ে আছেন। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের গ্রাম্যপ্রীতির কথা আমাদের অজানা নেই। তাই কবিতার ছন্দে তিনি গ্রামকে বড় করে এঁকেছেন। কবি নজরুল বিদ্রোহী কবিতার মধ্যে গ্রামকে একেবারে ভুলে যাননি। "ফরিয়াদ" কবিতায় তিনি আমাদের গ্রামের ধুলিমাখা অসহায় সন্তানদের কথা স্মরণ করে দিয়েছেন।

কবিগুরুর কাছেও গ্রাম বাংলা একেবারে উপেক্ষিত হয়নি। কলকাতার জোড়া-সাঁকোতে বসবাস করেও তিনি গ্রামীণ পটভূমিতে গ্রামের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। "দুই বিঘা জমি"র গরীব চাষী উপেন এবং "পুরাতন ভৃত্যে"র কেষ্টা চরিত্র আমাদের সেই কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর রচিত ছোট গল্পগুলিতেই সবচেয়ে বেশী পল্লীজীবনের স্পন্দন শোনা যায়। "পোষ্ট-মাষ্টার" গল্পে অনাথা রতন, "ছুটি" গল্পে ফটিক, "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" এর ভৃত্য রায়চরণ প্রভৃতি চরিত্রগুলি তিনি গ্রাম-জীবনের ছোঁয়ায় বিখ্যাত করে রেখেছেন।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র যেন গ্রামবাংলারই সাহিত্যিক। তৎকালীন গ্রামজীবনের কথা তিনি তাঁর তুলির আঁচড়ে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। তাঁর "মহেশ" গল্পে আমিনা যেন আমাদের গ্রামেরই মেয়ে। "অভাগীর স্বর্গে" গ্রামেরই দৃশ্য ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" যেন গ্রাম বাংলা থেকে উঠে এসে তাঁর লেখনীর যাদুস্পর্শে পাঠকের হৃদয় জয় করেছে। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও সমানভাবে গ্রাম-জীবনের কথা হৃদয়স্পর্শী ভাষায় অঙ্কিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপু-দুর্গা যেন গ্রামজীবনেরই মূর্ত প্রতীক। গ্রামে এখনো অপুর মতো "হাঁ করা"র ছেলের অভাব নেই—অভাব নেই দুর্গার মতো দিদির। গ্রামের মানুষ "পথের পাঁচালী"তে নিজেদেরই সুখ-দুঃখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছে। তাই "পথের পাঁচালী" হয়ে উঠেছে পল্লী জীবন-সঙ্গীতের পাঁচালী। সেই নিশ্চিন্দপুর গ্রামের চিরশ্যাম বনভূমি, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, কালকাসুন্দির ঝোপে ঢাকা গ্রামের সরু পথ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিতে বিভূতিভূষণ শুধু একটি গ্রামের কথাই বলেননি, তিনি যেন বাংলার সব গ্রামেরই কথা বলে ফেলেছেন।

মাটির কাছাকাছি থেকে আরো যে ক'জন সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করে অমর হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সহজেই মনে আসে। তারাশঙ্করের নিতাই এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী যেন গ্রামের মানুষেরই প্রতিনিধি। তারাশঙ্করের লেখনীতে বার বার বীরভূমের রাঢ় বাংলা গ্রামের কথা ফিরে এসেছে। সেখানকার মাটি, মানুষ, কাহার, বাগদি, ডোম, মুচি প্রভৃতি নিম্ন হিন্দু সমাজের কথা তাঁর গল্প উপন্যাসে (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আড়াল

সেরাজুল ইসলাম

পরিবেশ বাঁচাও সম্পর্কে আজকাল বেশ সোচ্চার মন্তব্য সব জায়গায় শোনা যাচ্ছে। সেমিনার, মিটিং, মিছিলও হচ্ছে। এক কথায় আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বিতীয়টি বেশ ধাক্কা খাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা মূল্যায়ন করতে গেলে আমরা হতাশই হব। কেন না, প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি বৃক্ষহীন হয়ে পড়ছে বর্তমান সভ্যতার কুড়ালে আঘাতে। আমাদেরই মদতে হচ্ছে এ সব অপকর্মগুলো।

পরিবেশ কথাটা বড় ব্যাপক। আমরা আর আমাদের আশপাশের সবকিছু মিলিয়ে হল আমাদের পরিবেশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—যা একে অপরের পরিপূরক। আলাদাভাবে কারও আলোচনা সম্ভব নয়। কোনটাকে আড়ালে রেখে কোনটাকে বেশী গুরুত্ব দিলে আলোচনা সার্থক হবে না। একটা গাছ, একটা প্রাণ। সবুজ বাঁচাও। ইত্যাদির মত আবেগ-জড়ানো বুলি আজ ছোট বড় সবার মুখে। রাজনীতির সাথে যাঁরা লেপটে আছেন তাঁদের মুখেই এর সরব প্রকাশ। মানি এর দরকার আছে। কেন না গাছের কাছ থেকে জীবের বেঁচে থাকার কানাকড়ি অক্সিজেন পেয়ে থাকি। অপর পক্ষে গাছের বেঁচে থাকার জন্য দরকারী কার্বন ডাই অক্সাইড মানুষ বা জীবকূল সরবরাহ করে থাকে। এইভাবে একটা ভারসাম্য অবস্থা প্রকৃতিতে বিরাজ করে। প্রয়াত রাজীব গান্ধীর বনসৃজন প্রকল্পটি সেদিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের অস্থির রাজনীতি আজ সমাজ-জীবনকে পঙ্কিল করে তুলেছে। ক্ষমতা, আর লোভ আজকের রাজনীতির দুই মুখ্য চালিকা শক্তি। মানুষের ভালোর জন্য আজ কেউ ভাবে না। তবে কিছু আদর্শের লম্বা লম্বা বুলি মাঝে মাঝে আওড়াতে শোনা যায় নেতৃবৃন্দকে। উদ্দেশ্য একটিই। সেটা হল নিজেদের 'ইমেজ' কে উঁচু পর্দায় বেঁধে রাখা। বনসংরক্ষণের জন্য সরকারী প্রচার আজ যতটা, কই 'মানব-ধন' ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রচার দেখছি না তো। বসনিয়ায় মানুষ মরছে, কাশ্মীরে মরছে, শ্রীলঙ্কায় মরছে, মরছে করাচীতে। কেন মরছে? এর সমাধানের আন্তরিক প্রয়াস কেউ করছেন কি? কোথাও ধর্মীয়, কোথাও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আবার কোথাও বা অর্থনৈতিক শোষণ বা ভাষাগত সমস্যা। বিষয়গুলো সবই রাজনৈতিক। কেন না এর 'জড়' রাজনীতির অতলেই তলিয়ে আছে। আর এর প্রভাব পড়ছে সমাজজীবনে। শিশু-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতীরা নির্বিচারে মৃত্যুবরণ করছে। অপুষ্টি, বেকারত্ব, হতাশা গোটা সমাজকে রাহুর মত গ্রাস করছে। নিরক্ষরতা আজকের সমাজজীবনে এক বিরাট অভিশাপ। পেশী-শক্তির দাপটে আজ জনজীবন অতিষ্ঠ। এ বিষয়গুলো কি আমাদের চিন্তা-ভাবনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে না। নিস্তরঙ্গ, সুস্থ জীবনযাপনে এ বিষয়গুলো কি কম ক্ষতিকারক? কই তার জন্য তো কোন প্রচার চলছে না। 'Outlaws' দের আজ শাস্তির কোন বিধান আছে বলে মনে হয় না। দিন দিন এদের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়বে। কেন না মানুষ কাজ চায় কর্ম্মসংস্থানের যা বহর তাতে আর কতটুকু সম্ভব। নদীর স্রোতের মতই মানুষের চিন্তার স্রোত—যেদিকে পথ খোলা পাবে সেদিকে বয়ে যাবে। আজকের যুব সমাজ মনে হয় খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভিন্ন পথে চলবে। কেন না 'idle brain is the Devil's work-shop'। রাজনৈতিক জীবন আর সামাজিক জীবন খুব ঘনিষ্ঠভাবে পথ চলে। কে কার উপর নির্ভরশীল সাধারণ লোকে টের পায় না। তবে একটা কথা ফলাফল ভাল হলে বলি উন্নত সমাজ জীবন, আর খারাপ হলে দিনযাপনের আর প্রাণধারণের গ্লানি বলে আক্ষেপ করি।

সামাজিক জীবনে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ বা পুলিশ অফিসার, আর একজন শিক্ষক না হয় শ্রমিক—এই আমাদের পরিচয়। আজকের রাজনৈতিক ঘূর্ণীতে সবাই দিশেহারা। সবাই নিজ কর্তব্য থেকে কিঞ্চিৎ দূরে। কোনজন বা বেশী। এগুলোও পরিবেশ দূষণে সমান দায়ী! এদের ব্যবস্থা কে করবে?

দূষণের দিক থেকে আমার হিসেবে—রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ—১, ২ ও ৩ নম্বর। কিন্তু আমাদের সামনে ১, ২ কে আড়াল করে '৩' কে সামনে তুলে ধরা হচ্ছে—খুব ঘটা করে। সাজিয়ে গুছিয়ে এক 'ঐরাবত' বানিয়ে পেশ করা হচ্ছে 'মানব-জলসায়'। আর আমরা 'জনগণ' সেই ঐরাবতের গলায় বাঁধা ঘন্টার মধুর আওয়াজে মুগ্ধ হয়ে শুধু গাছ পুঁতছি আর পুঁতছি। জানি না এ গাছের জন্য আবার কত শত তাজা প্রাণ নষ্ট হবে? কেন না মানুষ আজ তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। 'Do better or be ready to get out'—হয়ত সামনের দিনের 'image' তৈরীর মানদণ্ড হবে। ঐ দিনটার অপেক্ষায় রইলাম।

প্রতিবন্ধীদের কেন্দ্রীয় সরকারের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে

রঘুনাথগঞ্জ: গত ২৮ ও ২৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও কল্যাণ দপ্তরের পক্ষে বিজয় মুখার্জীর পরিচালনায় নথিভুক্ত প্রতিবন্ধীদের সার্টিফিকেট ও সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে।

গ্রাম্যজীবন হারিয়ে যাচ্ছে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

স্থান পেয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে গ্রামীণ জেলেদের জীবন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে তখন গ্রামীণ পরিবেশে সাহিত্যিকরা গ্রামের চরিত্রগুলিকে দরদপূর্ণ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু আমরা এখন এই সব কালজয়ী গ্রামীণ চরিত্র এবং গ্রামীণ পটভূমি হারিয়ে ফেলেছি—হারিয়ে ফেলেছি মাটির গন্ধ। ঘাসের ঘ্রাণ আর শিশিরকণার টুপ টাপ শব্দ। সাহিত্যিকরা এখন গ্রামের দৃশ্যপট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। গ্রামের শ্যামল আবেষ্টনী ভেদ করে সাহিত্য ছুটে গেছে ইট-পাথরের শহর কলকাতায়। তাই এখন বাংলা সাহিত্যে শুধু কলকাতা আর কলকাতা। গ্রামীণ চরিত্রগুলি কলকাতার 'জন-অরণ্যে' হারিয়ে গেছে। নগরকেন্দ্রিক এই চরিত্রগুলিতে গ্রামের সারল্য নেই—নেই নীল আকাশ। শহরের এই জটিল জীবনের মধ্যে সাহিত্য আটকে পড়ে আছে। তাই স্বভাবতই আমরা আর আগেকার মতো অপু, দুর্গা, শ্রীকান্ত, নিতাই, শশী প্রভৃতি কালজয়ী চরিত্রের মতো নূতন কিছু চরিত্র দেখতে পাচ্ছি না—যা আমাদের অনুভূতির তন্ত্রীতে শিহরণ জাগিয়ে অমরত্বলাভ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে নগরকেন্দ্রিক এই সাহিত্যে আমরা কি সমস্ত বাংলাদেশকে দেখতে পাচ্ছি?

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়িতে বসত বাড়ীর জন্য দু'কাঠার কয়েকটি প্লট বিক্রী হচ্ছে।
যোগাযোগের স্থান—বিকাশ ধর
'মৌমিতা' (রেডিমেড পোষাকের দোকান)
বাগানবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ ফোন: ৬৬২৪৯

সবারে জানাই আহ্বান

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দীতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি হুমকী (১ম পৃষ্ঠার পর)

উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, পুরসভার ভিতরেও রাজনৈতিক নেতাদের শারীরিক চেক আপ বা অসুস্থতার চিকিৎসাও ডাক্তাররা করতে চলে আসেন তাও তিনি দেখেছেন। অথচ গ্রামের গরীব মানুষ চিকিৎসার অভাবে প্রাণ হারাচ্ছে। ডাক্তাররা রোগীদের নার্সিং হোম বা নিজেদের চেম্বারে যাবার পরামর্শ দিচ্ছেন। হাসপাতালের মধ্যেই মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা ভীড় করে ওষুধের চার্ট দেখাচ্ছেন, আর ডাক্তারদের সঙ্গে ওষুধ বেচার কমিশনের কথাবার্তা সারছেন। সঙ্কটাপন্ন রোগীকে দেখবার জন্য কলবুক করলে ডাক্তাররা নার্সদের বকাবকি করছেন বলেও শ্রীরুদ্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রয়োজনে ডাক্তারদের চোরাগোপ্তা আক্রমণেও তিনি পিছ পা হবেন না বলে গৌতম ঘোষণা করেন। এ ছাড়া পঞ্চায়েত সদস্যা আশালতা সিংহ হাসপাতাল অবরোধকালে কম করে পঞ্চাশ জন মহিলাকে সামিল করতে পারবেন বলে জানান। পথসভায় সচেতন শহরবাসীর ভীড় তেমন না থাকায় আশাদেবী হতাশাবোধ করেন। তবে আর এস পি-র প্রদীপ নন্দী গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উপদেশ দেন। এ্যাডভোকেট মৃনাল ব্যানার্জী বলেন, হাসপাতাল এ্যাডভাইসরি বোর্ডের চেয়ারম্যান পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। যিনি সি পি এমেরও একজন বড় নেতা। অথচ তিনি বা তাঁর দল হাসপাতালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নীরবতা পালন কেন করছেন তা এক রহস্য। হয় তিনি দুর্নীতির প্রতিবাদ করুন, নয়তো এ্যাডভাইসরী কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করুন। মৃণালবাবুও প্রদীপবাবুসহ বহু বক্তা তাঁদের বক্তব্যে সরাসরি বুঝিয়ে দেন, যে সি পি এমের নেতারা হাসপাতালের দুর্নীতিবাজ কর্মীদের পিছনে থাকার জন্য তাদের কোন কিছুই হচ্ছে না। এমনকি হাসপাতালে একটি সরকারী দল বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে ভিজিল্যান্স তদন্ত করে দুর্নীতিবাজ কর্মীদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট জমা দিলেও সেই কর্মীরা বহাল তবিয়তে চাকরী করে যাচ্ছেন। হাসপাতালের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আগামী ডিসেম্বর মাসের যে কোন দিন রঘুনাথগঞ্জ বন্‌ধ পালন করার জন্য কমিটির কাছে প্রস্তাব রাখেন মৃণালবাবু। সভার শেষ বক্তা কমিটির আহ্বায়ক চিত্ত মুখার্জী হাসপাতালের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মী ও ডাক্তারদের সরাসরি ডাকাত অখ্যায় তাঁদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। তিনি বলেন, তিনি নিজে কয়েকজনকে নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূর, স্বাস্থ্যসচিব লীনা চক্রবর্তীর কাছে গিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ জানালেও সি পি এম পার্টির কো-অর্ডিনেশন কমিটির জোরে কর্মীরা কলার তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমনকি হাসপাতালের হেড ক্লার্ক জয়ন্ত সরকার ৬ নভেম্বর রাতে তাঁর বাড়ীতে মিটিং করে আজকের পথসভায় অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের গ্রেপ্তার করাবার পরিকল্পনা করেন বলেও চিত্তবাবু জানান। হেডক্লার্ক জয়ন্তবাবুকে বার বার হুঁশিয়ারী করে দিয়ে চিত্তবাবু বলেন, তাঁর দুর্নীতি বন্ধ না হ'লে তারা তাঁর আবাস হয় হাজত, নয় শ্মশান করে ছাড়বেন। জয়ন্তবাবু তাঁর জামাই দীপক সরকারকে যেভাবে দিনের পর দিন হাসপাতালের বিভিন্ন মাল সরবরাহের অর্ডার টেণ্ডার ছাড়াই পাইয়ে দেন তার বিভিন্ন উদাহরণ দেন। প্রসঙ্গতঃ, তিনি বলেন হাসপাতালের পেয়িং বেডের সাড়ে চার লক্ষ টাকা ঐ জয়ন্তবাবু গায়েব করছেন, ঐ টাকার কোনও হিসাব নাই। চিত্তবাবু জয়ন্ত সরকারকে ডাকাতদের সর্দার আখ্যা দিয়ে বলেন, সম্প্রতি ভিজিলেন্স দলকে এন্টারটেইনমেন্ট খরচ বাবদ জয়ন্তবাবু চৌদ্দ হাজার টাকা খরচ দেখিয়েছেন। অন্যদিকে এস ডি এমও-কে চিত্তবাবু নেশাগ্রস্ত ভাল মানুষ আখ্যা দেন। কো-অর্ডি-নেশনের মতিউর রহমান পেন্টার হয়েও ই সি জি করে এবং জয়ন্তবাবু বিভিন্ন দুর্নীতি করে এস ডি এমও-কে শুধুমাত্র পেথিডিন সাপ্লাই করে ও ইউনিয়নের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছেন। ডাক্তারদের ঠিক সময়ে হাসপাতালে না আসার জন্য চিত্তবাবু তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু শ্লেষাত্মক ভাষা ব্যবহার করেন।

কালভার্ট ভাঙ্গা থাকায় দুর্ঘটনা (১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে বাঁচতে গিয়ে পাশের নয়নজলির জলে পড়ে যান। মানুষজন দৌড়ে এসে কোন রকমে তাঁকে জল থেকে তোলেন। গ্রামের মানুষ এই ঘটনায় বিশেষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এবং রাস্তাটি শীঘ্র মেরামতের দাবী জানাচ্ছেন।

আফিডেবিট

আমি বাসুদেব দাস বয়স ৩৫ বছর পিতা ৺কালিপদ দাস সাং গনকর থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ গত ২৭।১০।৯৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট (ফার্ষ্ট ক্লাস) দ্বিতীয় কোর্ট, জঙ্গিপুরের নিকট এক আফিডেবিট বলে বসিরুদ্দিন সেখ বলে পরিচিত হ'লাম। আমি গত ২০।১০।৯৫ তাং হিন্দু হ'তে মুসলীম হওয়ায় আমার নাম বাসুদেব দাসের স্থলে বসিরুদ্দিন সেখ হ'ল। আমি বাসুদেব দাস ও বসিরুদ্দিন সেখ দু'নামেই পরিচিত হব এবং বাসুদেব দাস ও বসিরুদ্দিন সেখ একই ব্যক্তি বলে গণ্য হবে।

ভাঙন প্রতিরোধে লাগাতার আন্দোলন (১ম পৃষ্ঠার পর)

চলাকালীন ১০ জনের এক প্রতিনিধি দল জি-এম-এর কাছে ডেপুটেশন দেন। জি-এম আগামী সুখা মরশুমে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেননি। এই অবস্থায়, গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি আগামী ২০ নভেম্বরের মধ্যে তাদের দাবী না মানলে ২১ নভেম্বর থেকে লাগাতার ফরাক্কা জি-এম অফিসসহ অন্যান্য অফিস অবরোধের ডাক দিয়েছে।

জলবিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হবে (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন বলে জানা যায়। এ সব তদন্তে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা ফরাক্কা পরিদর্শনে শীঘ্র আসছেন বলে রাজ্য কংগ্রেস সূত্রে খবর পাওয়া যায়।

দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

(জাতীয় সড়ক)-র তরফেও কোন তৎপরতা নাই। গত ৬ নভেম্বর সকালে বহরমপুর ফরাক্কা রুটের মেরী ট্রাভেলস্ বাসটি রতনপুরের কাছে, ৭ নভেম্বর সকালে একটি সরকারী বাস মঙ্গলজনের কাছে লরির সঙ্গে সংঘর্ষে বেশ কিছু যাত্রী আহত হ'ন। ঐ দিন দুপুরে সেখদিঘীর কাছে মালদা-চুচুড়া রুটের একটি সরকারী বাস তেলের ট্যাঙ্কারের সাথে দুর্ঘটনায় পড়ে। প্রতি দুর্ঘটনায় ৮।১০ যাত্রীকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।